গল্পে হযরত আবু বকর (রা)

ইকবাল কবীর মোহন

গল্পে হযরত আবু বকর (রা)

ইকবাল কবীর মোহন

গল্পে হযরত আবুবকর (রা)
ইকবাল কবীর মোহন

গল্পে হযরত আবু বকর (রা)

ইকবাল কবীর মোহন

প্রকাশনায় : শিশু কানন
৩০৭ পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা
ফোন : ০১৭৩০-৩৩০-৪৩০

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১২

শব্দবিন্যাস ও ছাপা : ডিজাইন বাজার
পুরানা পল্টন, ঢাকা

প্রচ্ছদ : মুবাশ্বির মজুমদার

অলঙ্করণ : আজিজুর রহমান

মূল্য : ৬৪.০০ টাকা মাত্র

The Story of Hazrat Abu Bakr (R)

By Iqbal Kabir Mohon
Published by Nargis Munira, Shishu Kanon
Price : Taka 64.00
ISBN 984-8394-05-2

উৎসর্গ

আমার পরম

শ্রদ্ধাভাজন আম্মা জোহরা বেগমের

মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে
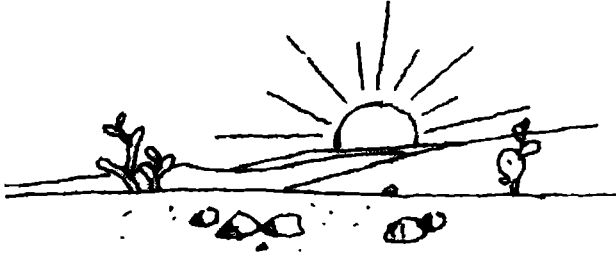
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূ মি কা

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত সর্বজনীন জীবনবিধান। দুনিয়ার সেরা নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে ইসলাম পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এই শ্রেষ্ঠ বিধানকে সফলভাবে দুনিয়ায় কায়েম করে গেছেন। এ জন্য তাঁকে অনেক অনেক দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। মহানবী (সা)-এর প্রিয় সাহাবীরাও ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কম চেষ্টা করেননি। তাঁদের সবার চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে ইসলাম দুনিয়ার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই সাহাবীরাও সবার কাছে সমাদৃত ও সম্মানিত। এসব সাহাবীর মধ্যে ইসলামের চার খলিফা ছিলেন অন্যতম। তাঁদের বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং গুণাবলি এখনও আমাদের কাছে আলোর দিশা হয়ে আছে। তাই এ চারজন বিশিষ্ট খলিফার জীবন ও কর্ম জানা থাকা আমাদের অনেক বেশি প্রয়োজন। আজকের দুনিয়ার চরম ও সীমাহীন নৈতিক অধঃপতনের যুগে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনের নানা দিক যেমন আলোচনা করা প্রয়োজন, তার পাশাপাশি চার খলিফার জীবনকেও অনুধাবন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে আমাদের শিশু-কিশোরদের সামনে তাঁদের চরিত্রমাধুর্যের চিত্র তুলে ধরা খুব জরুরি। এতে আমাদের শিশু-কিশোররা অনেক কিছু শিখতে পারবে এবং এই শিক্ষার আলোকে তাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার সুযোগ পাবে।

'গল্পে হযরত আবু বকর (রা)' বইটিতে ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা)-এর জীবনের সামান্য কিছু দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি মনে করি, আমাদের সোনামণি শিশু-কিশোররা বইটি পড়ে আমাদের প্রিয় খলিফার জীবন ও চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে। এতে তাদের জীবন হবে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও পবিত্র। বড়রাও এ বই থেকে অনেক কিছু জানতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। আল্লাহ আমাদের এ নগণ্য প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন।

ইকবাল কবীর মোহন
৩০৭ রামপুরা, ঢাকা-১২১৯
ফোন : ৮৩২১৭৪০

সূচিপাতা

হযরত আবু বকর (রা)

তুমি যে এক সরল মানুষ
আমার নবীর সাথী
নবীর কথা শুনতে সদাই
কান রাখিতে পাতি ।
নবীর ডাকের সাথে তুমি
দীনকে নিলে মেনে
সত্য কিবা মিথ্যা তখন
নাওনি এটা জেনে ।
নবীর কথা শুনে মিরাজ
আর করনি যাচাই
তাইতো তুমি সত্যবাদী
নবীর সেরা বাছাই ।

আপদ-বিপদ সুখে-দুঃখে
নবীর সকল কাজে
আবু বকর তুমি ছিলে
আমার নবীর মাঝে ।
ওহোদ মাঠে আমার নবী
আহত হন যখন
নিজের জীবন বাজি রেখে
বাঁচাও তাঁকে তখন ।
তুমি যখন শাসক হলে
যাওনি ভুলে তাদের
তোমার প্রজা ঐ লোকেদের
দুঃখ ছিল যাদের ।
অসহায়কে সব দিয়েছ
যেই এসেছে দ্বারে
বাদশাহ হয়ে তাও তুমি
কাটাও অনাহারে ।
দীনের কাজে তুমি কভু
নড়নি এক চুল
তাইতো তুমি নাওনি মেনে
দীনের কাজে ভুল ।
তোমার কাজে দীন আমাদের
করল উঁচু শির
খোদার দীনের ঈদগাহেতে
করল সবাই ভিড় ।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

এখন থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগের কথা। সেটি ছিল ৫৭৩ সাল। তখন আরব দেশে 'কুরাইশ' নামে এক বিখ্যাত বংশ বাস করত। এ বংশের ছিল অনেক ছোটখাটো শাখা-প্রশাখা। 'তাঈম' তেমনি একটি শাখা গোত্র। সে গোত্রে ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা) জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত আবু বকর (রা)-এর জন্মের পর তাঁর পিতা আবু কোহাফা খুবই খুশি হলেন। মা সালমারও আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না। ফুটফুটে শিশু পুত্রকে কোলে পেয়ে মা তাঁকে অনেক আদরে বুকে জড়িয়ে রাখলেন।

সালমা পুত্রের নাম রাখলেন 'আবুল কাবা'। পবিত্র কাবাশরীফের নামে পুত্রকে উৎসর্গ করলেন। কেননা, পুত্রের জন্মের আগেই তিনি এ রকম একটা মানত করে রেখেছিলেন। আবু বকর (রা)-এর মা সালমার মনে ছিল অনেক কষ্ট। কেননা, এর আগেও সালমার কোলভরে আরও সন্তান এসেছিল। তবে তাদের কেউ বেঁচে ছিল না। তাই মায়ের মনে জমেছিল সীমাহীন কষ্ট। পিতা আবু কোহাফার মনও তাই ভারাক্রান্ত ছিল।

হযরত আবু বকর (রা) জন্মগ্রহণ করার পর তাদের মনের সব দুঃখ-কষ্ট যেন নিমিষেই দূর হয়ে গেল। কিন্তু এবারও তাদের মনে ছিল একটাই শঙ্কা। প্রিয় পুত্র যদি বেঁচে না থাকে, এ ভয় মা-বাবাকে অহরহ তাড়া করে ফিরছিল। তাই মা-বাবা মিলে নবাগত সন্তানকে আল্লাহর ঘর কাবার নামে উৎসর্গ করে দিলেন এবং তাঁর নাম রাখলেন 'আবুল কাবা'। মা সালমা প্রাণের পুত্রকে কখনও কখনও 'আতীক' বলে ডাকতেন। 'আতীক' অর্থ মুক্ত। শৈশবে আবু বকর (রা) মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়ায় মা তাঁর এ নামকরণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

মা-বাবার অপার আদর ও ভালোবাসা পেয়ে আবু বকর (রা) ধীরে ধীরে বড় হলেন। ছোটবেলা থেকেই আবু বকর (রা) ছিলেন উন্নত চরিত্রের মানুষ। আরবের পাপ ও পঙ্কিল পরিবেশ তাঁকে মোটেও স্পর্শ করতে পারেনি।

হযরত আবু বকর (রা)-এর মন ছিল সততা ও সুন্দরে পরিপূর্ণ। ফলে বড় হয়ে তিনি অনায়াসেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। মহানবী (সা) এক সময় যখন মানুষকে সত্যের দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন, তখন আবু বকর (রা) চুপ করে বসে থাকলেন না। তিনিও সাথে সাথে নবী (সা)-এর কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করলেন এবং ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়ে গেলেন।

'আবুল কাবা' নামটি মহানবী (সা)-এর পছন্দ হলো না। তাই তিনি এ নামটি বদলিয়ে ফেললেন। হযরত আবু বকর (রা)-এর নাম নতুন করে রাখা হলো। এ নতুন নাম হলো 'আব্দুল্লাহ'।

কিন্তু তাঁর ডাকনাম আবু বকরই রয়ে গেল।

ব ল তে পা রো ?

১. মা আবু বকর (রা)-এর নাম কী রেখেছিলেন?

২. তাঁকে আর কী নামে ডাকা হতো?

৩. আবু বকর (রা)-এর মা ও বাবার নাম কী?

৪. মহানবী (সা) আবু বকর (রা)-এর নাম কী রেখেছিলেন?

ছেলেবেলা ও জ্ঞান অর্জন

এখন আমরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে বাস করছি। চারদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ছড়াছড়ি। আজকাল আমাদের লেখাপড়া শেখার অনেক সুযোগ-সুবিধা আছে। জ্ঞান অর্জনের জন্য আছে নানা ধরনের স্কুল, আছে অনেক কলেজ, আছে বিশ্ববিদ্যালয়। আজকাল মক্তব-মাদ্রাসারও কোনো অভাব নেই। যে কেউ ইচ্ছা থাকলেই জ্ঞান অর্জন করতে পারে। আমাদের যুগে বই, খাতা, কলম কোনো কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগের দুনিয়ার অবস্থা ছিল অন্য রকম। সেই যুগ ছিল ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। তখন আরব জগতে এমন কোনো স্কুল-কলেজ বা মাদ্রাসা ছিল না। বই, খাতা, কলমের প্রচলনও তখন শুরু হয়নি। তাই লেখাপড়া করা ছিল বেশ কষ্টকর। জ্ঞান অর্জন করতে হলে তখন শুধু ইচ্ছাশক্তি থাকলেই হতো না। তার জন্য দরকার হতো চেষ্টা-সাধনা ও অধ্যবসায়।

হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন ধনীর দুলাল। তাঁর বাবা ছিলেন বড় মাপের একজন ব্যবসায়ী। তাই তাঁরা ছিলেন অঢেল ধন-সম্পদের মালিক। সমাজেও তাদের ছিল বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি। বড়লোক হলে কী হবে?

পরিবারের এসব ধন-দৌলতের প্রতি আবু বকর (রা)-এর তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। এসব নিয়ে তিনি মোটেও ভাবতেন না।

হযরত আবু বকর (রা)-এর স্বভাব-চরিত্র ছিল সমাজের আর সবার চেয়ে আলাদা। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অন্য রকম মানুষ। তাঁর মধ্যে ছিল প্রচণ্ড অধ্যবসায়ী মনোভাব। লেখাপড়া শেখার জন্য তিনি প্রবল আগ্রহী ছিলেন। এ আগ্রহের কারণে তাঁর পক্ষে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। কি সাহিত্য, কি কবিতা–কোনটাতেই তিনি পিছিয়ে ছিলেন না। আবু বকর (রা) তখনকার দিনে একজন বড় মাপের কবি ছিলেন। একজন সুবক্তা হিসেবেও তাঁর বেশ পরিচিতি ছিল। বংশ পরিচয় জ্ঞানে তখনকার আরবে আবু বকর (রা)-এর সমকক্ষ কেউ ছিল না।

পবিত্র কুরআনের জ্ঞানে আবু বকর (রা)-এর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। কুরআনের প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যা তিনি সহজে বলে দিতে পারতেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রেও ছিলেন সমানভাবে পারদর্শী। নিজের চেষ্টা-সাধনা, অধ্যবসায় আর মহান আল্লাহতাআলার অশেষ কৃপায় তিনি বড় জ্ঞানী হতে পেরেছিলেন।

ব ল তে পা রো ?

১. তখনকার আরবে কী কোনো স্কুল, কলেজ বা মক্তব ছিল?

২. হযরত আবু বকর (রা)-এর পিতা কী কাজ করতেন?

৩. আবু বকর (রা) কিসে পারদর্শী ছিলেন?

আবু বকর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

আবু বকর (রা)-এর পিতার নাম আবু কোহাফা। সমগ্র আরবে তিনি একজন বড় ব্যবসায়ী বলে পরিচিত ছিলেন। তার ছিল প্রচুর অর্থ-বিত্ত আর ধন-দৌলত। অথচ আবু কোহাফা মুসলমান ছিলেন না।

ফলে আবু বকর (রা) পরিবার থেকে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাননি। অমুসলিম হলে কী হবে? আবু বকর (রা) তখনকার দিনে কখনও মূর্তিপূজা করেননি। আবু বকর (রা)-এর মন ছিল চিরন্তন সত্য ও সুন্দরের সুষমায় পরিপূর্ণ। তিনি ছিলেন সত্য সন্ধানী মানুষ। ছোটবেলা থেকেই মহানবী (সা)-এর সাথে তাঁর খুব সদ্ভাব গড়ে উঠেছিল।
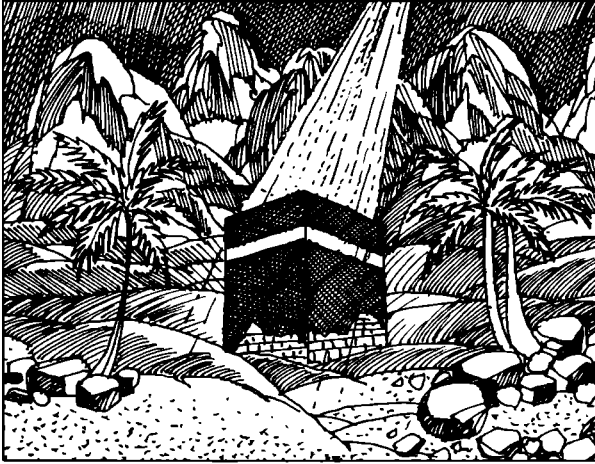
আবু কোহাফার ব্যবসার পরিধি ছিল বিশাল। এত বড় ব্যবসা তিনি একা সামাল দিতে পারতেন না। তাই আবু বকর (রা) পিতার ব্যবসার কাজ মাঝেমধ্যে দেখাশুনা করতেন। আমাদের প্রিয়নবী (সা)ও ছোটখাটো ব্যবসা করতেন। মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে আবু বকর (রা)-এর জানাশোনা ছিল। তাই আবু বকর (রা) মাঝেসাঝে নবী (সা)-কে ব্যবসার কাজে সাহায্য করতেন।

এদিকে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা) নবুয়ত লাভ করলেন। তখন নবী (সা)-এর বয়স চল্লিশ বছর। আল্লাহর বাণী লাভ করে মহানবী (সা) আর বসে থাকতে পারলেন না। তবে আল্লাহর বাণী খোলাখুলিভাবে প্রচার করাও তাঁর জন্য সহজ কাজ ছিল না। তাই তিনি গোপনে গোপনে মহান আল্লাহর সেই বাণী প্রচার করতে শুরু করলেন।

মহানবী (সা) বললেন, 'আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই, তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই সবকিছুর মালিক। আমরা তাঁকেই বিশ্বাস করি, তাঁকেই মানি।' আল্লাহর নবী (সা)-এর এসব কথা আরবের অশিক্ষিত ও মূর্খ লোকদের কাছে নতুন বলে মনে হলো।

তাই অল্পসংখ্যক লোকই মহানবী (সা)-এর কথা বিশ্বাস করল। অনেকেই মহানবী (সা)-এর কথাকে আজগুবি বলে উড়িয়ে দিলো। অধিকাংশ মানুষ নবী (সা)-এর কথা মেনে নিতে পারল না।

হযরত আবু বকর (রা)-এর কানে গেল এ নতুন দীনের এই খবর। তিনি মহানবী (সা)-এর সব কথা মনোযোগসহকারে শ্রবণ করলেন। এসব মোহনীয় ও ঐশী কথা তাঁর মনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করল। তিনি বুঝতে পারলেন, মহানবী (সা)-এর কথা কোনো সাধারণ কথা নয়। নিঃসন্দেহে তাঁর কথা আল্লাহর বাণী। তাই আবু বকর (রা) আর বিলম্ব করলেন না। তিনি সাথে সাথেই মহানবী (সা)-এর কথা সত্য বলে মেনে নিলেন। আবু বকর (রা) কালেমা পড়ে ইসলাম ধর্ম কবুল করলেন। এ সময় মক্কা শহরে ইসলামের কাজ বেশ গোপনে গোপনে চলছিল। সেটি ছিল ৬১১ খ্রিষ্টাব্দের কথা।

আবু বকর (রা) ইসলাম কবুল করে আর বসে থাকলেন না। তিনিও মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। অথচ তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা তাঁর কথা মেনে নিলো না। তারা আবু বকর (রা)-কে অনেক গালমন্দ করল। ইসলাম কবুল করার কারণে আত্মীয়রা তাঁকে মানসিক ও শারীরিকভাবে অনেক কষ্টও দিতে থাকল।

হযরত আবু বকর (রা) এসব কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করলেন। তিনি সব বাধা এড়িয়ে এক আল্লাহর ওপর ভরসা করতে থাকলেন। এদিকে মক্কার কাফের-মোশরেকরাও আবু বকর (রা)-কে সহ্য করতে পারল না। তিনি সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাতে কি?

কাফেররা ছিল সংখ্যায় অনেক বেশি এবং ঐক্যবদ্ধ। তাই তারা সবাই মিলে আবু বকর (রা)-এর ওপর সীমাহীন অত্যাচার করল। দিনে দিনে এ অত্যাচারের মাত্রা বাড়ল বৈ কমল না।

শত্রুরা অবশেষে আবু বকর (রা)-কে মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যেতে বাধ্য করল। আবু বকর (রা) একদিন আপন ঘরবাড়ি ও অঢেল ধন-সম্পদ ফেলে দূর দেশ মদীনায় হিজরত করলেন।

কিন্তু তিনি মোটেও হতাশ হলেন না। দীনের কাজ থেকে তিনি এক কদমও পিছ পা হলেন না, বরং মদীনায় গিয়ে প্রচণ্ড গতি নিয়ে আল্লাহর দীনের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কারণ, তিনি যে এক মহান আল্লাহর পবিত্র ধর্ম গ্রহণ করেছেন। ফলে কোনো দুঃখই তাঁর কাছে দুঃখ বলে মনে হলো না।

ব ল তে পা রো ?

১. মহানবী (সা)-এর সাথে আবু বকর (রা)-এর কেমন সম্পর্ক ছিল?

২. আবু বকর (রা)-এর পিতা কি মুসলমান ছিলেন?

৩. ইসলাম কবুল করে আবু বকর (রা) কী করলেন?

৪. আবু বকর (রা) কেন মদীনায় হিজরত করলেন?

রাসূল (সা)-এর প্রিয়সঙ্গী

আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা)-এর ভালোবাসা যারা পেয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন বড় সৌভাগ্যবান। নবী (সা)-এর সাথী হতে পারাটা ছিল আরও বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। হযরত আবু বকর (রা) হলেন সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদেরই একজন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি সবসময় মহানবী (সা)-এর পাশে পাশে থেকেছেন। সারাদিন ধরে তিনি নবী (সা)-এর সাথে ইসলাম প্রচারের কাজ করতেন। তারপর এক সাথেই ঘরে ফিরতেন। এমন কোনো আপদ-বিপদ ছিল না, যা মহানবী (সা)-এর ওপর দিয়ে বয়ে যায়নি। এসব আপদে-বিপদে আবু বকর (রা)-ই ছিলেন আল্লাহর নবী (সা)-এর নিত্যসাথী।

কি যুদ্ধের ময়দানে, কি শত্রুর বেড়াজাল– সর্বত্রই আবু বকর (রা) মহানবী (সা)-এর একান্ত সহচর ছিলেন। আমাদের প্রিয়নবী (সা)ও হযরত আবু বকর (রা)-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর অনেক কাজ-কর্মে তিনি আবু বকর (রা)-এর সাথে শলা-পরামর্শ করতেন।

মহানবী (সা) দিনে একবারের জন্য হলেও আবু বকর (রা)-এর বাড়িতে যেতেন। দু'জনের মধ্যকার এ মধুর সম্পর্ক ছিল সত্যিই বিস্ময়কর। মহানবী মুহাম্মদ (সা) একবার বলেছেন, 'দুনিয়ায় আমি যদি কাউকে বন্ধু বানাতাম তা হলে আবু বকরকেই নির্বাচিত করতাম।'

মদীনায় হিজরতের ঘটনা আমরা কমবেশি সবাই জানি। আরবের মক্কায় ইসলাম প্রচার করা দিন দিন বেশ কঠিনই হয়ে পড়ল। দীনের কাজ যত বাড়ল, কাফের মোশরেকদের বিরোধিতাও ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল। ইসলামের আলো ক্রমেই মক্কার অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে পড়ছিল। ইসলামের এ বিকাশ ধারা কাফেরদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করল। তাই এক সময় কাফেররা দিশেহারা হয়ে পড়ল। তারা মহানবী (সা)-কে আর সহ্য করতে পারল না। কারণ, তিনি মানুষকে নতুন পথের সন্ধান দিচ্ছেন। তাই কাফেররা মহানবী (সা)-এর জীবনের ওপর হুমকির সৃষ্টি করল।

এ অবস্থায় মহানবী (সা) ভীষণ বেকায়দায় পড়ে গেলেন। মক্কায় দীনের প্রচার অসম্ভব হয়ে পড়ল। তাই তিনি মদীনায় চলে যাবার মনস্থ করলেন। এদিকে আল্লাহর কাছ থেকেও হিজরতের ব্যাপারে ইঙ্গিত পাওয়া গেল। আল্লাহর আদেশ পেয়ে মহানবী (সা) ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তাই সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবু বকর (রা)-এর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। আবু বকর (রা)-কে মহানবী (সা) বললেন, 'আবু বকর, বলি শোন। আল্লাহর পক্ষ থেকে মদীনায় হিজরতের আদেশ এসে গেছে। আজ রাতেই মদীনার পথে যাত্রা শুরু করতে হবে, তুমি প্রস্তুত থেকো। তোমাকে আমার সাথে মদীনায় যেতে হবে।'

সে সময়ে আরবের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। চারদিকে শুধু শত্রু আর শত্রু। খোলা তরবারি নিয়ে হায়েনার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে শত্রুরা। মহানবী (সা)-কে শেষ করতে তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাদের পাকা পরিকল্পনা, আজ রাতেই নবী মুহাম্মদের গর্দান কেটে নেবে তারা। তাই জীবনের ঝুঁকি ছিল প্রচণ্ড। যে কোনো সময় হামলা হতে পারে। আর নবী (সা)-এর সাথী হওয়া মানে তো আরও বড় ঝুঁকির ব্যাপার।

তা ছাড়া পাড়ি জমাতে হবে দূর দেশ মদীনায়। দুর্গম পাহাড়ি এলাকা। মক্কা থেকে প্রায় আটশত মাইল দূরে এ মদীনা। পথে আছে মরুভূমির অসহ্য গরম। জন্তু-জানোয়ার আর ডাকাতের উপদ্রব তো আছেই।

তা ছাড়া রাশি রাশি তপ্ত বালুর বন্ধুর পথ জীবন নাশের কারণ হতে পারে। এ বিপদসংকুল পথ মাড়িয়ে যেতে হবে। এ যাত্রা মানে খুব কষ্টকর। ওদিকে পেছনে রয়েছে ভয়ঙ্কর শত্রুর তাড়া।

এমতাবস্থায় কেউ কি নবী (সা)-এর সাথী হয় প্রাণে মরতে চায়? তাও আবার নিশ্চিত জেনে শুনে?

অথচ নবী (সা)-এর মুখে হিজরতের কথা শুনে আবু বকর (রা) অবাক হলেন। মহানবী (সা)-এর সাথী হবার খবরে তিনি খুশিতে কাঁদতে শুরু করলেন। প্রিয় নবী (সা)-এর প্রতি কেমন গভীর ভালোবাসা থাকলে হযরত আবু বকর (রা) নিশ্চিত মৃত্যুর হাতছানি পর্যন্ত ভুলে যেতে পারেন?

ব ল তে পা রো ?

১. আবু বকর (রা)-এর সাথে মহানবী (সা)-এর সম্পর্ক কেমন ছিল?

২. মদীনায় হিজরত করার জন্য মহানবী (সা) কী আদেশ পেলেন?

৩. হিজরতের সময় মহানবী (সা)-এর সঙ্গী কে ছিলেন?

৪. হিজরতের যাত্রাপথ কেমন ছিল?

সিদ্দিক উপাধি লাভ

সকাল তো প্রতিদিনই হয়। প্রতিদিন রাত আসে, আকাশে চাঁদ ওঠে, তারা জ্বলে, ধীরে ধীরে ভোর হয়। তারপর পরদিন সকালে আবার নতুন করে সূর্য ওঠে, দিনের হলুদ আলো জ্বলমল করে। এ রকমই একদিনের এক সকাল বেলা। অন্যান্য দিনের সকালের চেয়ে মক্কায় এ সকাল আসে আলাদাভাবে, আসে আলাদা আঙ্গিক নিয়ে।
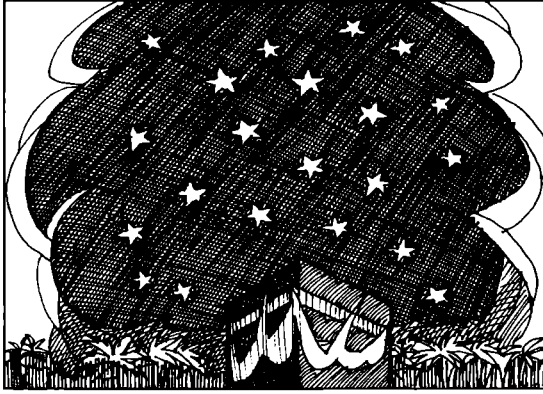
এ সকালে জানানো হলো বিশ্বের সবচেয়ে অবাক এক ঘটনার সংবাদ। আর এ মহামূল্যবান সংবাদটি নিয়ে এলেন দুনিয়ার সেরা মানুষ হযরত মুহাম্মদ (সা)। মহানবী (সা) ঐদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে লোকদের উদ্দেশে ঘোষণা করলেন, 'কাল রাতে আমি সারা আকাশমণ্ডলী ঘুরে এলাম। বায়তুল মাকদাস দেখেছি, আরশে কুরছি দেখেছি-ইত্যাদি ইত্যাদি।' মহানবী (সা)-এর এ আকাশ ভ্রমণ ইসলামের পরিভাষায় 'মিরাজ' বলে পরিচিত। মিরাজ মানে উর্ধ্বগমন।

আরবের অধিকাংশ লোকই ছিল নির্বোধ। তারা মহানবী (সা)-এর কথা বুঝতে পারল না। তাই আকাশ ভ্রমণের কথা শুনে তারা অবাক হলো এবং এটা নিয়ে হাসাহাসি ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করল। অবিশ্বাসীরা আগে থেকেই

আল্লাহর নবী (সা)-কে বিশ্বাস করত না। তাঁর কথা মানত না। আর আকাশ ঘুরে এক রাতেই আবার মর্গে ফিরে আসার কথা শুনে তাঁরা লাফিয়ে উঠল। তারা নবী (সা)-কে পাগল বলে গালাগাল করল। অবিশ্বাসীরা সবাই এ কথা জানত, মক্কা থেকে বায়তুল মাকদাস অনেক দূর। উটে চড়ে সেখানে ঘুরে আসতে সময় লাগে অন্তত দু'মাস। আর নবী মুহাম্মদ (সা) কিনা এক রাতেই সেটা ঘুরে এলেন?

সে যুগে চাঁদে যাওয়া এবং আকাশ পরিভ্রমণ করার মতো আকাশযান বা আধুনিক রকেট ছিল না। তাই অধিকাংশ মানুষের কাছে আকাশ ঘুরে আসার এ সংবাদ আজগুবি বলেই মনে হলো।

কাফের-মোশরেকরা কেন? মুসলমানরাও অনেকে রাসুল (সা)-এর কথা শুনে বিস্মিত হলো। তাদেরও চোখে-মুখে অনেক প্রশ্ন। এটা কিভাবে সম্ভব? এ কথা হযরত আবু বকর (রা)-এর কানে গেল। অথচ হযরত আবু বকর (রা) মহানবী (সা)-এর আকাশ ভ্রমণের কথা শুনে মোটেও বিস্মিত হলেন না। তিনি শুধু বললেন, 'মহানবী (সা) কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। তাই তিনি যা বলেছেন তা অবশ্যই সত্যি।' আবু বকর (রা)-এর এক কথা। মহানবী (সা) বলেছেন। সুতরাং তা অবশ্য অবশ্যই সত্যি। এর কোনো হেরফের হতে পারে না। আবু বকর (রা)-এর কী গভীর বিশ্বাসই না ছিল মহানবী (সা)-এর ওপর!

হযরত আবু বকর (রা)-এর এ বিশ্বাসের কথা মহানবী (সা)-এর কানে গেল। এ খবর শুনে মহানবী (সা) যারপরনাই খুশি হলেন। সে সময় মহানবী (সা) আনন্দে উচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন, 'সিদ্দিকুন! সিদ্দিকুন- 'সত্যবাদী, সত্যবাদী।' আর তখন থেকেই আবু বকর (রা)-এর উপাধি হয়ে গেল 'সিদ্দিক'। 'সিদ্দিক' অর্থ অতিশয় সত্যবাদী।

ব ল তে পা রো ?

১. একদিন সকালে মহানবী (সা) কী খবর শুনালেন?

২. নবী (সা)-এর এ আকাশ ভ্রমণের খবর পেয়ে কাফেররা কী করল?

৩. আবু বকর (রা) আকাশ ভ্রমণের এ সংবাদ জেনে কী বললেন?

৪. আবু বকর (রা) কেন সিদ্দিক খেতাব লাভ করলেন?

খলিফা হয়েও ব্যবসায়

নবী কারীম (সা) ৬৩২ সালের ৮ জুন ইন্তেকাল করলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর মুসলিম বিশ্বে নেমে এলো সীমাহীন হতাশা। মহানবী (সা)-এর প্রয়াণে মুসলমানদের হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়ে গেল। এমতাবস্থায় দেখা দিলো বিশাল শূন্যতা। রাসূল (সা)-এর অবর্তমানে গোটা দুনিয়ার চিত্রই যেন পাল্টে গেল।

মুসলমানরা তখন নানা কথা বলতে শুরু করল। তারা বেশ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও বিচলিত অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল। তাদের অনেকের ঈমান আকিদার উপরও রাসুল (সা)-এর বিদায়ের প্রভাব পড়ল। হযরত আবু বকর (রা) এ কঠিন পরিস্থিতি তাঁর সুনিপুণ বুদ্ধি দিয়ে কাটিয়ে উঠলেন। তিনি নির্বাচিত হলেন মুসলিম দুনিয়ার প্রথম খলিফা।

বিশাল সাম্রাজ্যের খলিফা আবু বকর (রা)। চারদিকে নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের জয়ধ্বনি। মানুষ দলে দলে এসে ইসলামের পতাকাতলে একত্র হচ্ছে। বেড়ে গেছে ইসলামী খেলাফতের পরিধি। বড় হয়েছে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের আয় ইনকামও। আবু বকর (রা) এখন বিরাট রাজকোষের মালিক। তাই

তিনি বায়তুলমাল থেকে অনেক বেতন-ভাতা পাবেন এটাই তো স্বাভাবিক। বরং ঘটনা ঘটল উল্টো।

খলিফা হবার পর তিনি যেন আরও অভাবের মধ্যে পড়ে গেলেন। খলিফা হলে কী হবে? হযরত আবু বকর (রা) সেদিকে মোটেও খেয়াল করলেন না। বায়তুলমাল থেকে তিনি কোনো কিছু গ্রহণ করতেও রাজি হলেন না। মুসলিম জাহানের খলিফা নির্বাচিত হবার পরও তাঁর জীবনে কোনো পরিবর্তন হলো না। তিনি আগের মতোই রয়ে গেলেন। আবু বকর (রা)-এর নিজের ব্যবসা ছিল। খলিফা হবার পরও আবু বকর (রা) তাঁর ব্যবসা বন্ধ করলেন না, বরং খলিফা হবার পর তিনি কাপড় নিয়ে বাজারে গেলেন। বাজারে কাপড় বিক্রি করলেন।

পারিবারিক ব্যবসাই ছিল আবু বকর (রা)-এর আয়-উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন। সংসার চালানোর জন্য তিনি এ ব্যবসার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিলেন।

খলিফা হবার পর একদিন বাজারে গিয়ে খলিফা স্বয়ং কাপড় বিক্রি করছিলেন। এ ঘটনা হযরত উমর (রা)-এর নজরে পড়ল। আবু বকর (রা)-এর এ কাণ্ড দেখে উমর (রা) বিস্মিত হলেন।

তাই একদিন উমর (রা) আবু বকর (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমার প্রিয় আবু বকর! আপনি মুসলিম জাহানের সম্রাট। আপনার অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব। আপনার জন্য কাপড় বিক্রি করা মানায় না।'

হযরত উমর (রা)-এর কথা শুনে আবু বকর (রা) মোটেও খুশি হলেন না। তিনি উমর (রা)-কে বললেন, 'দেখ ভাই উমর, খলিফা হয়েছি তো কী হয়েছে? খাওয়াপরা করতে হবে না? নিজের কাজ নিজে করব, এতে অসুবিধা কোথায়?'

হযরত উমর (রা) আবু বকর (রা)-এর কথা মানতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'দেখুন, খলিফার মর্যাদা বলে একটা কিছু তো আছে। ওদিকে রাজ্য চালানোর জন্য প্রচুর সময়ও দরকার। তাই খলিফা নিজেই ব্যবসা করলে রাজ্য চলবে কী করে?'

অবশেষে সবাই মিলে আবু বকর (রা)-এর জন্য বায়তুলমাল হতে ভাতার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু আবু বকর (রা) তা গ্রহণ করতে সব সময় দ্বিধাবোধ

করতেন। খলিফা আবু বকর (রা)-এর শুধু চিন্তা তাঁর প্রজাদের নিয়ে। তাদের সুখ-শান্তি ও অভাব-অনটন নিয়ে। প্রজারা কোথায় কিভাবে দিন কাটাচ্ছে এ চিন্তায় তিনি বিভোর থাকতেন।

হযরত আবু বকর (রা) মনে মনে ভাবতেন, কেবল নিজে সুখে থাকলেই তো হবে না! জনগণের কল্যাণ না হলে খলিফা হয়ে লাভ কি? কেননা, মানুষের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখতে না পারলে তাঁকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। কি মহান খলিফা ছিলেন আমাদের প্রিয় সাহাবী হযরত আবু বকর (রা)! কি বিস্ময়কর ছিল তাঁর অনুভূতি!

আজকাল এমন রাষ্ট্রপ্রধান একজনও কি খুঁজে পাওয়া যাবে?

ব ল তে পা রো ?

১. খলিফা হবার পর আবু বকর (রা) কিভাবে জীবন নির্বাহ্ করতেন?

২. আবু বকর (রা)-এর কী ব্যবসা ছিল?

৩. আবু বকর (রা)-এর ব্যবসার কাজে কে বাধা দিলো?

৪. আবু বকর (রা) কাদের কল্যাণের চিন্তা করতেন?

ক্রীতদাসের মুক্তি

মুসলমান হবার পর হযরত আবু বকর (রা)-এর জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেল। দুনিয়ার যাবতীয় আরাম-আয়াশ ত্যাগ করে তিনি অভাব-অনটনকে নিজের সাথী করে নিলেন। তাঁর একটাই কেবল চিন্তা। সবসময় তিনি আল্লাহর দীন সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করতেন। এ দীনই ছিল হযরত আবু বকর (রা)-এর জীবনের সবকিছু।
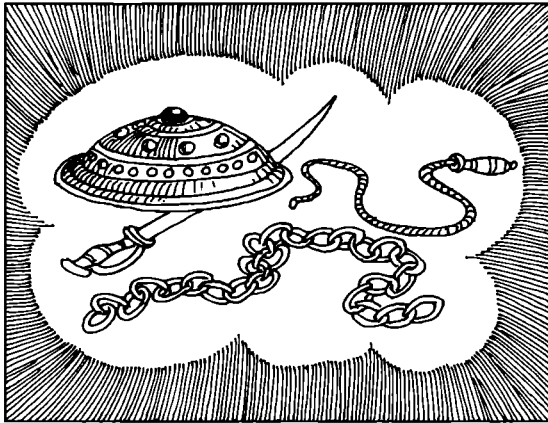
দীনের জন্য তিনি তাঁর সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। অঢেল ধন-সম্পদ ছেড়ে তিনি দারিদ্র্যকে বরণ করেন। আত্মীয়-স্বজনের ভালোবাসার বদলে তিনি তাদের তিরস্কার সহ্য করেন। ইসলামের কারণে পিতার অঢেল সম্পদ আর আরাম-আয়াশ দু'পায়ে দূরে ঠেলে সরিয়ে দেন।

দুনিয়ার কোনো আকর্ষণই তাঁর দীনের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারল না। দীনকে পাবার জন্য সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রক্তচক্ষুকে আবু বকর (রা) কোনো পরোয়া করেননি। এ জন্য তিনি অনেক অত্যাচার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের সম্মুখীন হয়েছেন, তাও আল্লাহর দীনকে এক মুহূর্তের জন্য পেছনে ফেলে রাখেননি।

ভয়ঙ্কর শত্রুর নির্যাতনে আবু বকর (রা) অনেকবার জর্জরিত হয়েছেন। তারা আবু বকর (রা)-কে জানে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। এ অবস্থায়ও তিনি ইসলাম হতে দূরে সরে যাননি। অবশেষে আবু বকর (রা) মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেছেন, কিন্তু অসত্যের সাথে আপস করেননি।

আবু বকর (রা) কখনও নিজের জন্য ভাবতেন না। নিজের আরাম-আয়াশ তাঁর কাছে কখনও পাত্তা পেত না। তাঁর শুধু চিন্তা ছিল গরিব, দুঃখী ও অভাবি মানুষকে নিয়ে। সমাজের এসব মানুষকে দান করে আবু বকর (রা) বহুদিন উপোস পর্যন্ত থেকেছেন। এভাবে যে কোনো পুণ্যের কাজের কথা শুনলে আবু বকর (রা) সেটি না করে ছাড়তেন না।

আল্লাহর রাসূল (সা)-এর মুখে তিনি একবার শুনতে পেলেন, 'ক্রীতদাস মুক্ত করা অতীব পুণ্যের কাজ। এ কাজে অনেক সাওয়াব নিহীত আছে।' আর যায় কোথায়? হযরত আবু বকর (রা) সে আমলটিই শুরু করে দিলেন।

উমাইয়া নামে একজন প্রভাবশালী ও দুষ্ট লোক ছিল মক্কায়। হযরত বেলাল (রা) উমাইয়ার ক্রীতদাস ও গোলাম ছিলেন। বেলাল নিগ্রো-হাবশি গোলাম বলে পরিচিত ছিলেন। বেলাল (রা) একদিন আল্লাহর দীনের কথা শুনতে পেলেন। এ দীন তাঁর কাছে অমিয় বলে প্রতিভাত হলো। তাই তিনি এ দীনের প্রতি ঈমান এনে গোপনে ইসলাম কবুল করে ফেললেন।

হযরত বেলাল (রা)-এর মনিব উমাইয়া ছিল বিধর্মী-কাফের। সে বেশ কঠোর প্রকৃতির লোক বলে পরিচিত ছিল। ইসলাম বিদ্বেষী যে ক'জন ব্যক্তি মুসলমানদের ক্ষতি করত উমাইয়া ছিল তাদের অন্যতম। সে ছিল পাষণ্ড ও বর্বর লোক। তাই উমাইয়া যখনই শুনতে পেল যে, তার গোলাম বেলাল ইসলাম কবুল করেছে, তখন সে ক্ষেপে পাগলা কুকুরের মতো হয়ে গেল। আর দেরি করল না সে। হযরত বেলালের ওপর প্রচণ্ড আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল উমাইয়া। তাঁকে অনেক মারধোর করল।

এখানেই শেষ হলো না উমাইয়ার বিষাক্ত থাবা। বেলালকে প্রায় প্রতিদিনই বেত্রাঘাতে জর্জরিত করত উমাইয়া। কখনও ভরদুপুরে তাঁকে মরুভূমির তপ্ত বালুর ওপর বেলালকে শুইয়ে দিয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখত। এতেও তার আক্রোশ দমিত হতো না।

ফলে কখনও কখনও মক্কার দুষ্ট বালকদের হাতে বেলালকে ছেড়ে দেয়া হতো। তারা বেলালকে গলায় রশি বেঁধে পশুর মতো টানাটানি করত।

তারপরও বেলাল (রা) মহানবী (সা)-এর ধর্ম ত্যাগ করলেন না। তাঁর জীবনপ্রদীপ নিভে যাবার উপক্রম হলো, তাও তিনি হাসিমুখে বললেন, 'আহাদ, আহাদ'- অর্থাৎ 'আল্লাহ এক, আল্লাহ এক।' এমনি করে দিনের পর দিন হযরত বেলাল (রা)-এর ওপর চলল পাশবিক নির্যাতন।

একদিনের এক ঘটনা। হযরত বেলাল (রা)-এর ওপর উমাইয়ার পাশবিক নির্যাতন পুরোদমে চলছিল। সেদিন নিপীড়ন এতটাই প্রকট ছিল যে, হযরত বেলাল আর সহ্য করতে পারছিলেন না। অত্যাচারের চোটে বেলালের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ল। তারপরও বেলালের কোনো পরোয়া নেই। তিনি জোরে জোরে বলছেন, 'আহাদ-আহাদ!'

সে সময় ঐ পথ ধরে কোথায়ও হেঁটে যাচ্ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)। উমাইয়ার এ পাশবিক বর্বরতা তাঁর চোখে পড়ল। উমাইয়ার পশুত্ব দেখে আবু বকর (রা) অবাক হলেন। তিনি বেলাল (রা)-কে মুক্ত করার কথা ভাবলেন। অবশেষে তিনি বেলালকে দশটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে কিনে নিলেন। এভাবে উমাইয়ার নিষ্ঠুর অত্যাচার হতে বেলাল (রা) মুক্ত হলেন। বেলালের মুক্তির বিষয় নিয়ে উমাইয়া হযরত আবু বকর (রা)-কে বেশ ঠাট্টা করেছিল।

উমাইয়া বলল, 'এতো দাম দিয়ে একটা অপদার্থ হাবশি গোলামকে তুমি কিনে নিলে আবু বকর? সত্যিই তুমি ঠকেছ।'

হযরত আবু বকর (রা) উমাইয়ার কথায় মুচকি হাসি হেসে বললেন, 'এ হীরের টুকরার তুমি বড় কম দাম নিয়েছ উমাইয়া। আমি আমার সব সম্পদ দিয়ে হলেও এ হাবশি বেলালকে কিনে নিতাম।'

হযরত বেলাল ছিলেন মাত্র একজন। এমন আরও অনেক ক্রীতদাসকে মুক্ত করেছেন আবু বকর (রা)। এসব ক্রীতদাসরা আরবে মানুষের চোখে ছিল সবচেয়ে গরিব ও নিচু শ্রেণীর মানুষ। তাই আবু বকর (রা)-এর এসব কর্মকাণ্ড দেখে পিতা আবু কোহাফা প্রায়শই বিরক্তি প্রকাশ করতেন। একদিন আবু কোহাফা পুত্রকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা বলো, মূল্যবান অর্থ দিয়ে এ সমস্ত গরিব ও দুর্বল গোলাম খরিদ করছ কেন?'

আবু বকর (রা) পিতার সাথে কোনো বিতর্ক করলেন না। তিনি পিতাকে শুধু বললেন, 'আব্বু তুমি তো আমাকে জানো। আমি দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্যে এসব গরিব ও দুর্বল ক্রীতদাস খরিদ করছি না। এতে আমার কোনো স্বার্থ নেই। এরা আমাদের মতো মানুষ। অথচ মানুষ হয়েও এরা

সমাজে গোলাম ও দাস হিসেবে পরিচিত। এসব মানুষ অন্যের করুণার ওপর নির্ভরশীল। মনিবরা এদের সাথে পশুর মতো আচরণ করছে। তাই এসব অসহায় ও নিরীহ মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিতেই আমি তাদের খরিদ করে পশুত্বের হাত থেকে মুক্ত করছি। আমি স্রেফ মহান আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টির জন্যই আমি এ কাজ করছি।'

ব ল তে পা রো ?

১. হযরত আবু বকর (রা) প্রায়শই কী করতেন?

২. হযরত বেলালের মনিবের নাম কী? সে কেমন লোক ছিল?

৩. উমাইয়া বেলালের ওপর কিভাবে নির্যাতন চালাত?

৪. বেলাল কিভাবে মুক্ত হলেন? তাঁকে কত টাকায় কেনা হয়েছিল?

৫. আবু বকর (রা) ক্রীতদাস মুক্তির ব্যাপারে পিতাকে কী বলেছিলেন?

আল্লাহর পথে ব্যয়

জীবনের মালিক আল্লাহ। এ দুনিয়ার ধন-সম্পদ, জীবন-জীবিকা আমাদের কারোর নয়। এসবের মালিক ও নিয়ন্ত্রণকর্তা মহান আল্লাহতাআলা। তাই আল্লাহর দেয়া সম্পদ আল্লাহর নির্ধারিত পথে বিলিয়ে দেয়ার মধ্যেই আছে প্রকৃত পুণ্য ও মুক্তি। এসব পুণ্যের কাজে হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন সবার শীর্ষে। ধন-সম্পদ বিলিয়ে দেয়ার কাজে হযরত আবু বকর (রা)-কে কেউ কখনও অতিক্রম করতে পারেনি।

তাবুক অভিযানের সময়কার এক ঘটনা। সেটি ছিল ৬৩০ সালের নভেম্বর মাস। তখন রোমানরা ছিল ইসলামের বড় শত্রু। সুযোগ পেলেই তারা ইসলামকে ধ্বংস করতে চাইত। এক সময় ইসলামের কেন্দ্র মদীনাকে ধ্বংস করার জন্য তারা প্রস্তুতি নিলো। পারে যদি ইসলামের নবীকেও তারা শেষ করে দেবে-এটাই ছিল রোমানদের অভিলাষ। এ উদ্দেশ্যে খ্রিষ্টান রোমানরা মদীনার উপকণ্ঠে এক লাখ সৈন্য এনে জড়ো করল। বিশাল সেনাবাহিনী রোমানদের। সাথে আছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র।

এক কথায়, যুদ্ধের জন্য বিশাল আয়োজন রোমানদের। এদিকে মুসলমানরা সৈন্য সংখ্যায় ছিল খুবই নগণ্য। যুদ্ধের জন্য অস্ত্র বলতে যা বুঝায় তার ছিটেফোঁটাও মুসলমানদের হাতে ছিল না। তাই রাসূল (সা) ভাবনায় পড়ে গেলেন। অনেক ভেবে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, এ কাজে তিনি সব মুসলমানের কাছে সাহায্য চাইবেন। তাই যার যা আছে তা থেকেই দান করার জন্য মহানবী (সা) সবাইকে আহ্বান জানালেন।

তাবুক অভিযানের জন্য সাহাবীরা যার যার সাধ্যমত দান করতে এগিয়ে এলেন। বলতে গেলে সম্পদ দানের এক তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল মদীনায়। হযরত উমর (রা) তাঁর সম্পদের অর্ধেক তাবুক অভিযানের জন্য দান করে দিলেন। হযরত উসমান (রা) সর্বোচ্চ ৭০টি ঘোড়া ও এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করে সাড়া ফেলে দিলেন।

এদিকে হযরত আবু বকর (রা) ঘটালেন এক অবাক কাণ্ড। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ এনে মহানবী (সা)-এর খেদমতে হাজির করলেন। আবু বকর (রা)-এর কাণ্ড দেখে মহানবী (সা) বিস্মিত হলেন। মহানবী (সা) আবু বকর (রা)-কে কাছে ডেকে আনলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি তো সব সম্পদই দান করে দিলেন। বাড়িতে কি রেখে এসেছেন শুনি?'

আবু বকর (রা) জবাবে বললেন, 'আমি আমার আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-কে বাড়িতে রেখে এসেছি।' কি সুন্দর কথাই না বললেন হযরত আবু বকর (রা)। তাবুক অভিযানের সময় সম্পদ দানের কী বিস্ময়কর নজীর স্থাপন করলেন হযরত আবু বকর (রা)! এটা থেকেই বুঝা যায়, আল্লাহর পথে সম্পদ দান করার ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রা) কতটা আন্তরিক ছিলেন। সম্পদ দানের এমন নজির দুনিয়ার ইতিহাসে সত্যিই বিরল।

ব ল তে পা রো ?

১. সম্পদ দানের ব্যাপারে আবু বকর (রা)-এর মনোভাব কেমন ছিল?

২. তাবুক অভিযানে আবু বকর, উমর (রা) কে কত দান করেছিলেন?

৩. হযরত উসমান (রা) কী দান করলেন?

আবু বকর (রা)-এর মানব সেবা

আবু বকর (রা)-এর আমলের এক ঘটনা। তখন মক্কায় বাস করত এক বয়স্ক মহিলা। একটি জীর্ণ কুটিরে ছিল তার বাস। খুবই নিঃস্ব ও হত-দরিদ্র ছিল এ মহিলা। তার এমন কোনো আত্মীয়-স্বজন ছিল না যে, তাকে সাহায্য করতে পারে এবং তার সেবা করতে পারে। তদুপরি মহিলা ছিল অনেক বয়স্কা। শরীর বয়সের ভারে ছিল বেশ দুর্বল। কোনো কাজ করে খাবে এমন শক্তি-সামর্থ্যও তার দেহে ছিল না। সর্বোপরি মহিলা ছিল অন্ধ।

মহিলার এ দুঃখের খবর মহামতি উমর (রা)-এর কানে গেল। বৃদ্ধার করুণ কাহিনী শুনে উমর (রা)-এর মন কেঁদে উঠল। তাই তিনি বৃদ্ধাকে সাহায্য করতে মনস্থ করলেন। তার সেবার জন্য উমর (রা) প্রতিরাত বৃদ্ধার কুটিরে যাতায়াত করতেন। তার খাওয়া-দাওয়া ও সেবাযত্ন শেষ করে তারপর তিনি বাসায় ফিরতেন।

একদিন ঘটল এক ঘটনা। প্রতিদিনের মতো সেদিনও উমর (রা) বৃদ্ধার কুটিরে গেলেন। গিয়ে দেখলেন বৃদ্ধা বেশ আরামে শুয়ে আছে। কেউ এসে বুড়ির কাজকর্ম সেরে দিয়ে চলে গেছে তা উমর (রা) স্পষ্ট বুঝতে

পারলেন। উমর (রা) তাই বিস্মিত হলেন। অথচ তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাই বৃদ্ধাকে কিছু না বলেই উমর (রা) আজকের মতো বাড়ি ফিরে চলে গেলেন।

দ্বিতীয় দিনের ঘটনা। আজও উমর (রা) বৃদ্ধার কুটির গিয়ে দেখলেন বুড়ি শুয়ে আছে। একইভাবে কেউ বুড়ির সেবা যত্ন করে চলে গেছে। উমর (রা) ভাবনায় পড়ে গেলেন। তিনি ভাবছেন সেই মহান ব্যক্তির কথা, যে বুড়ির সেবা করে অসীম সওয়াবের মালিক হচ্ছেন।

উমর (রা)-এর মন আর বুঝ মানল না। তিনি বিষয়টি জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়লেন। তাই তিনি বুড়িকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, বলুন তো, আজ আপনার কুটির কে এসেছিল? আপনি কি তাকে চেনেন?'

বুড়ি যে অন্ধ। সে কাউকে দেখতে পাবার কথা নয়। তাই বুড়ি বলল, 'না বাবা, তাকে তো আমি চিনি না। আমি তো তাঁকে দেখতে পাইনি! তবে আমার মনে হলো সে খুব ভালো লোক। খুব ভালো ব্যবহার তাঁর। তাঁর কথা কী মিষ্টি! ঠিক তোমার মতো।'

বুড়ির কথা শুনে উমর (রা) বিস্মিত হলেন। অস্থির মন নিয়ে সে দিনও বাড়িতে ফিরে গেলেন তিনি। পরের দিনও ঘটল একই ঘটনা। উমর (রা)-এর ভাবনার যেন শেষ নেই। তাই এ পুণ্যবান লোকটিকে এক নজর দেখার জন্য উমর (রা)-এর খুব ইচ্ছা হলো।

পরের রাতে উমর (রা) সময় মতো গিয়ে বুড়ির জীর্ণ কুটিরের পাশে বসে রইলেন। তিনি নজর রাখছেন, বুড়ির কুটিরে কে আসছে। রাত গড়িয়ে গেল। ভোর হতে আর খুব বেশি দেরি নেই। চারদিকে পাখপাখালির কিচিরমিচির ও নড়াচড়া শুরু হয়েছে।

এমন সময় দেখা গেল, এক ব্যক্তি কিছু খাবার ও কাপড় চোপড়ের একটা পুঁটলি হাতে বুড়ির কুটিরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আধা আধা অন্ধকার। তাই লোকটাকে স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে না। সে মৃদু কণ্ঠে ডাকল, 'বুড়ি মা, জেগে আছো?-ওঠ।'

বুড়ি জেগে ওঠে বসল। আগন্তুক এবার বুড়ির কুটিরে প্রবেশ করলেন। বুড়ির মলমূত্র বিছানাপত্র পরিষ্কার করলেন। বুড়ির গা-হাত মুছে দিলেন। যত্ন করে তাকে খাবার খাওয়ালেন। বুড়ির সব কাজ সেরে আগন্তুক এবার ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিলেন।

আগন্তুক বুড়িকে বললেন, 'মা, আমার কাজ শেষ হয়েছে, এখন আমি আসি।' বুড়ির মুখে কোনো আওয়াজ সরল না। তার দু'চোখ বেয়ে তপ্ত অশ্রু যেন গড়িয়ে পড়ল। এক পর্যায়ে বুড়ি ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

কুটিরের বাইরে দাঁড়িয়ে সবকিছু অবলোকন করছিলেন হযরত উমর (রা)। এ দৃশ্য দেখে তাঁর চোখেও অঝোরধারায় অশ্রু নেমে এলো। আগন্তুক বুড়িকে সান্ত্বনা দিয়ে থামালেন এবং খানিক পর বাইরে বেরিয়ে এলেন। তিনি চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এমন সময় উমর (রা) দৌড়ে এসে আগন্তুকের সামনে দাঁড়ালেন। যেই তিনি কাছে গেলেন অমনি তিনি তাঁর সেই স্বপ্নের মানুষটিকে চিনে ফেললেন।

উমর (রা) সালাম দিয়ে আগন্তুকের হাত ধরে বললেন, 'ইয়া আমীরুল মুমেনীন! আপনি আমাকে পরাজিত করেছেন। আপনার কাছে পরাজিত হওয়াও যে গৌরবের বিষয়।'

কে এ মহান আগন্তুক? তোমরা কি অনুমান করতে পার? তিনি হলেন মুসলিম দুনিয়ার প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)। মহানবী (সা)-এর অতি প্রিয়পাত্র তিনি। মানুষের মধ্যে প্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী সৌভাগ্যবান মানুষ আমাদের সেই আবু বকর (রা)।

ব ল তে পা রো ?

১. বুড়ির সেবা যত্ন কে করতেন?

২. একদিন কী ঘটল?

৩. আবু বকর (রা)-কে কুটিরে পেয়ে উমর (রা) কী করলেন?

৪. উমর (রা) আবু বকর (রা)-কে কী বলেছিলেন?

৫. মানুষের মধ্যে বেহেশতে কে প্রথম প্রবেশ করবেন?

বায়তুলমালে ফেরত

খলিফা আবু বকর (রা) অতি সাধারণ জীবনযাপন করতেন। বায়তুলমাল থেকে সামান্য ভাতা আর নিজের টুকটাক ব্যবসা দিয়েই চলত তাঁর সংসার। খলিফা হবার পর সে ব্যবসাও ঠিক মতো চলছিল না। ফলে পরিবারের লোকেরা অনেক সময় ভালো কিছু খেতে চাইলেও সাধ্যে কুলাত না। তবুও সবাই এ অবস্থা মেনে নিয়েই চলতেন। অল্পের মধ্যে হলেও তাতেই তাঁদের পরম সন্তুষ্টি ছিল।

একদিন খলিফার স্ত্রী ভাবলেন, তিনি হালুয়া তৈরি করবেন। এ জন্য ময়দা ও চিনির প্রয়োজন। তাই তিনি খলিফাকে বললেন, 'সবার জন্য হালুয়া বানাব বলে ইচ্ছে হয়েছিল, এ জন্য কিছু চিনি হলে ভালো হতো।'

খলিফা আবু বকর (রা) বললেন, 'বায়তুলমাল হতে যতটুকু চিনি আমরা বরাদ্দ পাই, তার থেকে বেশি কোনো চিনি দেয়া সম্ভব হবে না। তাই বরাদ্দ চিনি থেকে হালুয়া বানাতে চেষ্টা করো।'

খলিফার কথা শুনে স্ত্রী মোটেও হতাশ হলেন না। কেননা, তিনি তাঁর স্বামীকে ভালোভাবেই জানেন। তাই স্ত্রী আর কিছু না বলে বায়তুলমালের

বরাদ্দ থেকেই অল্প অল্প চিনি বাঁচিয়ে জমাতে লাগলেন। এভাবে বেশ কিছুদিনের মধ্যেই কিছুটা চিনি জমা হয়ে গেল। এবার তিনি খলিফার কাছে সামান্য কিছু ময়দা চাইলেন।

হঠাৎ ময়দা কেন? জানতে চাইলেন খলিফা। স্ত্রী বললেন, 'হালুয়া বানাব বলেছিলাম না, তাই অনেক কষ্ট করে খানিকটা চিনি জমিয়েছি। এখন সামান্য ময়দা হলেই হালুয়া তৈরি করতে পারি।'

স্ত্রীর কথা শুনে খলিফা কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। এবার খলিফা স্ত্রীকে বললেন, 'চিনিটা নিয়ে এসো দেখি।' খলিফার কথামতো স্ত্রী তাই করলেন। তিনি জমানো চিনির পাত্রটা এনে খলিফার সামনে হাজির করলেন। আবু বকর (রা) চিনির পাত্র হাতে তুলে নিলেন। তারপর তিনি স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে আমরা বায়তুলমাল থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চিনি গ্রহণ করে থাকি। তা না হলে এতো চিনি জমবে কেন? এটা আমাদের জন্য মোটেও উচিত হয়নি। তাই এ চিনি আমি বায়তুলমালে জমা করে দিতে চাই।'

যেই কথা সেই কাজ। খলিফা চিনির পাত্রটা নিয়ে ঠিক ঠিকই বায়তুলমালে জমা করে দিলেন। শুধু তাই নয়। খলিফা সেদিন থেকেই অনুপাতিক হারে বায়তুলমালে চিনির বরাদ্দও কমিয়ে দিলেন।

রাজকোষ ব্যবহারে কি অসাধারণ অনুভূতি পোষণ করতেন খলিফা আবু বকর (রা)। আজ কোথাও কী এ অনুভূতির ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাওয়া যাবে?

ব ল তে পা রো ?

১. আবু বকর (রা)-এর স্ত্রীর কী বানাতে ইচ্ছে হয়েছিল?

২. স্ত্রী আবু বকর (রা)-কে কী আনতে অনুরোধ করেছিলেন?

৩. হযরত আবু বকর (রা) স্ত্রীকে কী বলেছিলেন?

৪. খলিফার স্ত্রী কিভাবে চিনি জমালেন?

বিনীয় আবু বকর (রা)

হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন অতিশয় বিনয়ী। আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের জবাবদিহিতার কারণে তিনি বিনয়ের শীর্ষস্থানে উঠতে পেরেছিলেন। তাই কেউ তাঁর প্রশংসা করলে তিনি মোটেও খুশি হতেন না।

ইসলামের প্রথম খলিফা হবার পর লোকেরা তাঁকে খুবই সম্মান করত। অনেকে তাঁর প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ। এসব প্রশংসা ও স্তুতি শুনে আবু বকর (রা) খুব ভীত হয়ে পড়তেন।

তাই তিনি আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানিয়ে বলতেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে লোকদের ধারণার চেয়েও অধিক ভালো হবার সাধ্য দান করুন। আমার পাপসমূহ ক্ষমা করুন। লোকদের প্রশংসার জন্য আমাকে দোষী করবেন না।'

একদিনের এক ঘটনা। কোনো এক ব্যক্তি এসে খলিফা আবু বকর (রা)-কে আল্লাহর খলিফা বলে সম্বোধন করল। এতে আবু বকর (রা) খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। আবু বকর (রা) লোকটিকে অনুনয়ের সাথে বললেন, 'ভাই, দয়া করে আমাকে আল্লাহর খলিফা বলবেন না। আল্লাহর খলিফা হলেন

আমাদের প্রিয়নেতা মহানবী মুহাম্মদ (সা)। আমি কোনোদিন খলিফা তা হতে পারব না। আপনারা বরং আমাকে রাসূল (সা)-এর খলিফা বলতে পারেন। আমি রাসূলেরই প্রতিনিধি।'

কী মহান বিনয়ী ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)!

ব ল তে পা রো ?

১. কারও প্রশংসা শুনলে আবু বকর (রা) কী করতেন?

২. আবু বকর (রা) আল্লাহর কাছে কী মুনাজাত করতেন?

৩. খলিফা বলার জবাবে আবু বকর (রা) কী বলছিলেন ?

সেরা মানুষ আবু বকর (রা)

দুনিয়ায় অর্থ সম্পদ লাভ করলেই কেউ তাকে বড় বলে না। আবার ধনী হলেই তাকে ভালো মানুষ বলা যায় না। তা ছাড়া মান-সম্মান অর্থ দিয়ে কেনা যায় না। যার চরিত্র ভালো, কথাবার্তা সুন্দর ও মুলায়েম তিনিই উত্তম মানুষ। যিনি কোমল হৃদয়ের অধিকারী, যার কথায় কেউ মনে আঘাত পায় না–তিনি প্রকৃত মানুষ। সমাজে তিনিই সম্মান ও মর্যাদার পাত্র।

এ রকমই এক মহান মানুষ ছিলেন আমাদের প্রিয় খলিফা হযরত আবু বকর (রা)। তিনি ছিলেন সত্যপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান। পরোপকারিতা, জ্ঞান ও সত্যবাদিতাসহ যাবতীয় অসাধারণ চরিত্র গুণের কারণে সবাই তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে দেখত।

হযরত আবু বকর (রা)-এর স্পর্শে এলে যে কেউ মুগ্ধ না হয়ে পারত না। তাঁর কথার মাধুর্য সবাইকে বিস্মিত করত। এ মহৎ গুণের কারণে তিনি রাসূল (সা)-এর সবচেয়ে প্রিয়পাত্র ছিলেন। মক্কার শত্রু-মিত্র ভেদে সবার নয়নের মণিও ছিলেন তিনি। যারা অযথা তাঁর বিরোধিতা করত, তারাও সবাই জানত আবু বকর (রা) বড় ভালো মানুষ।

ইসলামের শত্রুদের কাছে আবু বকর (রা)-এর দোষ ছিল একটাই। তা হলো, তিনি ছিলেন সাচ্চা দিল মুসলমান ও আপসহীন ঈমানদার। তাই আল্লাহর নবী (সা) আবু বকর (রা) সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মেহেরবান হলেন আবু বকর।'

হযরত আলী (রা) আবু বকর (রা) সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'মুসলমানদের মধ্যে সেরা মানুষ হচ্ছেন হযরত আবু বকর (রা)।'

ব ল তে পা রো ?

১. ভালো মানুষ চেনার উপায় কী?

২. হযরত আবু বকর (রা)-এর ব্যবহার কেমন ছিল?

আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা

ঈমানদার লোকেরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে পরোয়া করে না। তারা যা চায় শুধু তার প্রভু আল্লাহ্‌র কাছেই চায়। সাচ্চা মুমিনরা কোনো কাজে মানুষের ওপর নির্ভর করে না। তারা সবকিছুতে একমাত্র আল্লাহ্‌র ওপরই নির্ভর করে। আপদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে মুসলমানরা মহান আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে। বিজয়ের আনন্দে তারা যেমন আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে, তেমনি হতাশার সময়ও এক আল্লাহ্‌র ওপরই ভরসা রাখে। তাঁর ওপরই কেবল নির্ভর করে।

হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন এমনি এক খাঁটি ঈমানদার। তিনি সব সময় আল্লাহ্‌র কথা ভাবতেন। বিপদে পড়লে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রাখতেন। দুঃখ-বেদনায় তিনি এক আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাইতেন।

একবার ঘটল এক ঘটনা। মক্কায় কাফেরদের অত্যাচারের মাত্রা প্রচণ্ড রকম বেড়ে গেল। মুসলমানরা তাদের নিষ্ঠুর নির্যাতন আর সহ্য করতে

পারছিলেন না। তাই মুসলমানদের কেউ কেউ বাড়িঘর ছেড়ে চলে গেলেন মদীনায়। হযরত আবু বকর (রা)ও মোশরেকদের কোপানলে পড়লেন। তাঁকে অনেক অত্যাচার ও নিপীড়নের মধ্যে পরতে হলো। তিনি এসব অত্যাচার আর সহ্য করতে পারলেন না। তাই একদিন মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করবেন বলে মনস্থ করলেন। সত্যি সত্যিই এসে গেল সেই প্রত্যাশিত দিন। আবু বকর (রা) ঠিকই মদীনার পথে পা বাড়ালেন।

তবে পথিমধ্যে কাররাহ কবিলার গোত্র প্রধান দাগনার সাথে তাঁর দেখা হয়ে গেল। দাগনা জিজ্ঞেস করল, কোথায়ও যাচ্ছ মনে হয়? তো কোথায় যাচ্ছ ভাই? শুনতে পারি কী?

আবু বকর (রা) জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ যাচ্ছি, বন্ধু। তুমি ঠিকই ধরেছ। এখানে আর থাকতে পারছি না। মক্কায় থেকে আল্লাহর ইবাদাত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই অন্যত্র চলে যাচ্ছি।'

দাগনা আবু বকর (রা)-এর একান্ত ঘনিষ্ঠজন। তাদের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক। তাই আবু বকর (রা)-এর কথা শুনে দাগনা মনে দুঃখ পেলেন। একজন ভালো মানুষ মক্কা ছেড়ে চলে যাবেন, দাগনা তা সহ্য করতে পারলেন না। তাই তিনি আবু বকর (রা)-কে বললেন, 'আচ্ছা আমি দেখব। তুমি থাম। আমি তোমার নিরাপত্তার বিষয়টা দেখছি।'

দাগনার আশ্বাসে আবু বকর (রা) তাঁর পরিকল্পনা বাতিল করলেন। তিনি আপাতত বন্ধু দাগনার বাড়িতেই থেকে গেলেন। এ ঘটনা কুরাইশদের কাছে জানাজানি হয়ে গেল। দাগনার আশ্রয়ে আছেন আবু বকর (রা)। তাই শত্রুরা ভয় পেয়ে গেল। কেননা, দাগনা ছিলেন সমাজের খুবই প্রভাবশালী লোক। তার ওপর কথা বলার সাহস কারও ছিল না।

তবে কাফেররা দাগনাকে একটা শর্ত দিলো। তারা বলল, 'আপনি সম্মানিত লোক। আপনার ওপর আমাদের আস্থা আছে। আবু বকর (রা) আপনার আশ্রয়ে আছেন থাকুক। তিনি ইবাদাত করতে চান করুন। তবে তাঁকে ঘরে বসেই ইবাদাত করতে হবে।'

দাগনা কাফেরদের না ক্ষেপিয়ে তাদের শর্ত মেনে নিলেন। আবু বকর (রা)ও তাতে রাজি হয়ে গেলেন। আবু বকর (রা) দাগনার ঘরকেই ইবাদাতগাহ বানিয়ে নিলেন। তিনি এখানে বসে নামায পড়েন। জোরে

জোরে কুরআন তেলাওয়াত করেন। এতে আশপাশের উঠতি বয়সের বালকরা তাঁর মধুর কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। এ কথাও শহরের সর্বত্র জানাজানি হয়ে গেল। এতে কাফেররা দারুণ ক্ষুব্ধ হলো। তারা তাদের ক্ষোভের কথা দাগনাকে জানাল। তাই দাগনা বিষয়টি নিয়ে বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন। কাফেররা দাগনার ওপর সামাজিকভাবে প্রচণ্ড চাপও সৃষ্টি করল।

অবশেষে দাগনা আবু বকর (রা)-কে ডেকে বললেন, 'ভাই আবু বকর! বিরোধীরা তোমার ওপর ক্ষেপে আছে। তাই আমি তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব আর নিতে পারছি না। তুমি বরং এটা নিয়ে ভাবতে পারো।'

হযরত আবু বকর (রা) দাগনার কথায় মোটেও বিচলিত হলেন না। তিনি বরং আরও দৃঢ় হলেন। নিজের মনকে শক্ত করলেন। একদিন আবু বকর (রা) দাগনাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'ভাই দাগনা, আমি তোমার অসুবিধার কথা বুঝতে পারছি। জানি তোমার ওপর বেশ চাপ আছে। তাই তোমার নিরাপত্তা আমার প্রয়োজন নেই। আমার কথা ভেবো না। আমার নিরাপত্তার জন্য আমার আল্লাহই যথেষ্ট।'

হযরত আবু বকর (রা)-এর কথা শুনে দাগনা বিস্মিত হলো। সে জানে আবু বকর (রা) এখন অনেক কষ্টে আছে। তাঁর শক্তি সম্বল বলতে কিছুই নেই। চারদিকে তাঁর অনেক শত্রু। অথচ আবু বকর জেনেশুনে এভাবে দাগনার আশ্রয় ত্যাগ করলেন? কি অবাক কাণ্ড! নিশ্চিত বিপদের কথা জেনেও কী মানুষ অতটা নির্ভীক হতে পারে?

অথচ হযরত আবু বকর (রা) তাই করেছেন। শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা করার কারণেই তিনি সব বিপদ-আপদ ভুলে গেলেন।

ব ল তে পা রো ?

১. আবু বকর (রা) কার ওপর ভরসা রাখতেন?

২. দাগনা কে? তিনি কাকে আশ্রয় দিলেন?

৩. আবু বকর (রা) দাগনার বাড়িতে কী করতেন?

৪. যুবকরা আবু বকর (রা)-এর প্রতি আকৃষ্ট হলো কেন?

৫. অবশেষে দাগনা আবু বকর (রা)-কে কী বললেন?

মহানবী (সা)-এর সেবা

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) দীন প্রচার করতে গিয়ে অনেক অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। কাফের কুরাইশরা মহানবী (সা)-কে অনেক গালমন্দ করেছে এবং তাঁর প্রতি হাসি-তামাশা ও বিদ্রূপ-ঠাট্টা করেছে। তাঁর ওপর চালানো হয়েছে নির্যাতন। এমন কী পবিত্র কাবা প্রাঙ্গণেও কাফেররা মহানবী (সা)-এর ওপর অত্যাচার করতে ছাড়েনি।

একবার দোজাহানের কাণ্ডারী মহানবী (সা)-এর শরীরে তারা ময়লা ছড়িয়ে দিলো। একবার পাথর মেরে তাঁর পবিত্র কপাল ফাটিয়ে রক্ত বইয়ে দেয়া হলো। আরেকদিন উটের পচাগলা নাড়িভুঁড়ি এনে আল্লাহর প্রিয়বন্ধু মহানবী (সা)-এর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলো পাষণ্ড কাফেররা। এভাবে বহুবার তাঁর ওপর কত যে অমানবিক নির্যাতন হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই।

একদিনের এক ঘটনা। মহানবী (সা) কাবাঘরের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একমনে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় কদর্য রুচির কাফের উকবা আল্লাহর নবী (সা)-এর ওপর চড়াও হলো। সে তার চাদর দিয়ে মহানবী (সা)-এর গলায় পেঁচিয়ে ধরল। এতে মহানবী (সা)-এর দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। তিনি নিঃশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট পাচ্ছিলেন।

শত্রুদের বাকিরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে উকবার এ তামাশা মজা করে উপভোগ করছিল, আর খিলখিল করে হাসছিল। এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলেন হযরত আবু বকর (রা)। তিনি নবীজির অবস্থা দেখে দৌড়ে এলেন। তারপর উকবাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে মহানবী (সা)-এর গলার ফাঁস খুলে দিলেন। নিজের জীবন বাজি রেখে নবী (সা)-কে বাঁচালেন। অথচ এ কাজের জন্য আবু বকর (রা)-কে বর্বর শত্রুদের অনেক লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছিল। আবু বকর (রা) তাঁর জন্য এসব কষ্টের কোনো পরোয়াই করেননি। এ রকম একবার দু'বার নয়। বহুবার তিনি আল্লাহর নবী (সা)-এর পাশে থেকে কাফেরদের অত্যাচার হতে তাঁকে সুরক্ষা করেছেন। বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহে আবু বকর (রা) নবীজীর পাশাপাশি থেকে যুদ্ধ করেছেন। যেদিন নবীজী হিজরত করলেন, সেটাও ছিল এক কঠিন সময়। আল্লাহর নবী (সা) তখন চারদিকে শত্রুবেষ্টিত। বাড়ি থেকে বের হবার কোনো সুযোগ ছিল না। মহানবী (সা)-কে হত্যা করার জন্য শত্রুরা উদগ্রীব হয়ে আছে। তারা খোলা তরবারি নিয়ে ঘুরাফিরা করছে। এমন কঠিন বিপদের দিনেও আবু বকর (রা) মহানবী (সা)-এর সঙ্গ ত্যাগ করেননি।

আল্লাহর ওপর ভরসা ও মহানবী (সা)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসাই আবু বকর (রা)-কে জীবন বাজি রাখার এ সাহস যুগিয়েছিল।

ব ল তে পা রো ?

১. একবার কাফেররা মহানবী (সা)-এর ওপর কী নির্যাতন করেছিল?

২. উকবা মহানবী (সা)-কে কিভাবে উৎপীড়িত করল?

৩. হযরত আবু বকর (রা) উকবাকে কী করলেন?

দরিদ্রের খলিফা

হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন দরিদ্র মানুষের নয়নের মণি। তিনি নিঃস্ব ও অভাবী মানুষকে অকাতরে দান করতেন। তাই তারাও আবু বকর (রা)-কে প্রাণভরে ভালোবাসত, তাঁকে বন্ধুর মতো মনে করত। হযরত আবু বকর (রা) সুযোগ পেলেই অসহায় মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন।

অনেক সময় তিনি হয়তো কোথাও হেঁটে যাচ্ছেন, তখনও যাকে পেতেন তাকেই সাহায্য করতেন। তিনি অনেক সময় নিজ হাতেই মানুষের কাজ করে দিতেন এবং এতে বেশ আনন্দ পেতেন। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার আগেও এসব কাজে তিনি প্রচুর সময় ব্যয় করতেন।

মহানবী (সা)-এর ইনতেকালের পর আবু বকর (রা) মুসলমানদের খলিফা নির্বাচিত হলেন। তিনি এখন মুসলিম দুনিয়ার বাদশা। তাঁর অনেক কাজ। অবসর নেবার এতটুকুন ফুসরত পান না। রাতদিন শুধু কাজ আর কাজ। রাষ্ট্রের কাজ তো আছেই, তারপর পরিবারের দেখাশুনাও তাঁকে করতে হতো। পাশাপাশি দীনের খেদমত তো আছেই। বলতে গেলে কোনো অবসর ছিল না তাঁর।

এসব কাজের ফাঁকে ফাঁকে দীনদুঃখী মানুষের সেবায় তিনি এতটুকুও কমতি করতেন না। একদিন তিনি মদীনার পথ ধরে হাঁটছিলেন। যেতে যেতে এক সময় এক এলাকার ভেতর প্রবেশ করলেন। খলিফাকে দেখে এক বালিকা চিনে ফেলল। সে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা আমাদের খলিফা! আপনি তো এখন গুরু দায়িত্ব পালন করছেন। আপনি কি আগের মতো আমাদের কাজ করে দেবেন? আপনি কি আমাদের বকরির দুধ দুয়ে দেবেন?'

আবু বকর (রা) অতিশয় কোমল ও সুন্দর মনের মানুষ। তিনি বালিকার কথা শুনে মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, 'খোদার কসম! আমি তোমার বকরির দুধ অবশ্যই দুয়ে দেব। খলিফার এতো বড় দায়িত্বও আমাকে এসব কাজ থেকে ফেরাতে পারবে না। নিশ্চিত থেকো তুমি।'

খলিফার কথা শুনে বালিকার কচি মুখে ফুলের হাসি ফুটে উঠল। এ রকম মহান সেবকই ছিলেন আমাদের প্রিয় নবীর সাহাবী আবু বকর (রা)।

ব ল তে পা রো ?

১. খলিফা হওয়ার পর আবু বকর (রা) কিভাবে সময় কাটাতেন?

২. তিনি গরিব দুঃখীর কিভাবে সাহায্য করতেন?

৩. এক বালিকা আবু বকর (রা)-কে কী কথা জিজ্ঞেস করেছিল?

৪. আবু বকর (রা) বালিকার প্রশ্নের কী জবাব দিলেন?

এক নজরে হযরত আবু বকর (রা)

৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দ : আরবের বিখ্যাত তাঈম গোত্রে হযরত আবু বকর (রা) জন্মগ্রহণ করেন।

৬১৫ খ্রিষ্টাব্দ : আবু বকর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন।

৬২২ খ্রিষ্টাব্দ : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে মদীনায় হিজরত করেন।

৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ : বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে তিনি মহানবী (সা)-এর সহকারীর দায়িত্ব পালন করেন। বদর যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে।

৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ : ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মহানবী (সা)-এর নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন আবু বকর (রা) ।

৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ : খন্দকের যুদ্ধ সংগঠিত হয়। আবু বকর (রা) এ যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হয়।

৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ : হুদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপিত হয়। মহানবী (সা)-এর সাথে আবু বকর (রা)ও এ সন্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

সন্ধি নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হলে আবু বকর (রা) তার সুরাহা করেন।

৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ : রাসূল (সা)-এর নেতৃত্বে মক্কা যাত্রা করা হয় ও মক্কা বিজিত হয়। সেদিন আবু বকর (রা)-এর পিতা আবু কোহাফা ইসলাম গ্রহণ করেন।

৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ : তাবুক অভিযান পরিচালিত হয়। আবু বকর (রা) এ অভিযানে তাঁর সম্পদের পুরোটাই দান করে দেন। মদীনা হতে প্রথমবারের মতো উমরা পালনের জন্য মুসলমানরা মক্কায় আগমন করেন। এ দলের নেতৃত্ব দান করেন হযরত আবু বকর (রা)।

৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ : ৭ মার্চ রাসূল (সা) বিদায়হজের ভাষণ প্রদান করেন। ৮ জুন মহানবী (সা) ইহজগৎ ত্যাগ করেন। রাসূল (সা)-এর জানাযা পড়ান হযরত আবু বকর (রা)। তারপর আবু বকর (রা) মুসলিম দুনিয়ার প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন।

৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ : আবু বকর (রা) বীরশ্রেষ্ঠ খালিদের নেতৃত্বে ভণ্ডনবী মুসায়লামার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। ৩০০ জন কুরআনে হাফেজ এ যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। অবশেষে মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হয়।

৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ : বাইজানটাইন অভিযান পরিচালিত হয়। খলিফা আবু বকর (রা) বিজয় লাভ করেন। সম্রাট হিরাক্লিয়াস নিহত হন। দক্ষিণ সিরিয়ায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এক পক্ষকাল রোগাক্রান্ত থাকার পর ২৩ আগস্ট আবু বকর (রা) ইন্তেকাল করেন।
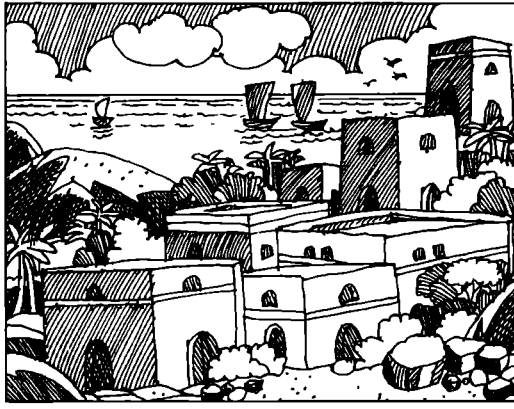
তথ্য কণিকা

১. আবু বকর (রা)-এর প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ। ডাক নাম আবু বকর। উপাধি 'আতীক' ও 'সিদ্দিক'।

২. আবু বকর (রা)-এর মাতার নাম সালমা। পিতার নাম আবু কোহাফা। মক্কা বিজয়ের সময় পিতা মাতা দু'জনই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

৩. আবু বকর (রা)-এর জন্ম ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি বিখ্যাত তাঈম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঈম কুরাইশ বংশের একটি গোত্র।

৪. আবু বকর (রা) মহানবী (সা)-এর চেয়ে ২ বছর ৪ মাসের ছোট।

৫. তাঁর পিতা ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী। হযরত আবু বকর (রা) নিজেও ব্যবসা করতেন।

৬. আবু বকর (রা)-এর দুই স্ত্রী। নাম কোতওয়ালা ও উম্মে রওমান।

৭. মহানবী (সা)-এর ইন্তেকালের পর আবু বকর (রা) ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা নির্বাচিত হন।

৮. তিনি ছিলেন মহানবী (সা)-এর শ্বশুর। মহানবী (সা) আবু বকর (রা)-এর কুমারী কন্যা হযরত আয়েশা (রা)-কে বিয়ে করেন।

৯. হযরত আবু বকর (রা) ভণ্ড নবীদের দমন করেন।

১০. হযরত আবু বকর (রা) আল-কুরআনকে গ্রন্থাকারে সংকলন করেন।

১১. তিনি ১৪২টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।
১২. আবু বকর (রা) মসজিদুন নববীর জমি ক্রয় করেছিলেন।
১৩. বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে আবু বকর (রা) প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।
১৪. উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবেন আবু বকর (রা)।
১৫. আবু বকর (রা) ২ বছর ৩ মাস ৬ দিন খেলাফত পরিচালনা করেন।
১৬. রাসূল (সা)-এর সময় তিনি প্রতিটি জিহাদে অংশ নেন।
১৭. হিজরতের সময় মহানবী (সা)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)।
১৮. আবু বকর (রা)-কে মহানবী (সা)-এর রওজার পাশে দাফন করা হয়।
১৯. তিনি ৬৩ বছর বেঁচেছিলেন।
২০. তাঁর মৃত্যুর সময় মক্কা নগরী থরথর করে কেঁপেছিল।
২১. মৃত্যুর আগে আবু বকর (রা) ১৫ দিন জ্বরে ভুগেছিলেন।
২২. আবু বকর (রা)-এর মা প্রথমে তাঁর নাম রেখেছিলেন আবুল কাবা।
২৩. আবু বকর (রা) পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র সন্তান।
২৪. আবু বকর (রা) কাপড়ের ব্যবসা করতেন।
২৫. তিনি মূর্তিপূজার মধ্যে লালিত পালিত হন। কিন্তু তিনি মূর্তিপূজা করেননি।
২৬. হিজরতের সময় মহানবী (সা)-এর সাথে আবু বকর (রা) তিনদিন সওর গুহায় অবস্থান করেন।
২৭. হিজরতের সময় রাসুল (সা)-এর পথপ্রদর্শক ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আরীকত।
২৮. হযরত আবু বকর (রা)-এর শরীর ছিল গৌর বর্ণের।
২৯. হযরত আবু বকর (রা)-এর পুত্রগণ হচ্ছেন : আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান এবং মোহাম্মদ।
৩০. আবু বকর (রা)-এর কন্যারা হচ্ছেন : আসমা, হযরত আয়েশা (রা) এবং উম্মে কুলসুম।

মহানবী (সা)-এর দৃষ্টিতে আবু বকর (রা)

মহানবী মুহাম্মদ (সা)-এর প্রিয়সঙ্গী ও অতি কাছের মানুষ ছিলেন আবু বকর (রা)। সকল আপদে-বিপদে তিনি নবীজির পাশেপাশে থেকেছেন। আবু বকর (রা) সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেছেন :

১. নিজের মাল দ্বারা আমার প্রতি যিনি সবচেয়ে বেশি এহসান করেছেন তিনি হলেন আবু বকর (রা)। আমি যদি আল্লাহতাআলাকে ব্যতীত অন্য কাউকেও বন্ধু করতাম, তবে আবু বকরকে করতাম। -আবু সাইদ খুদরী।
২. ইসলামের প্রতি আবু বকর (রা)-এর ভ্রাতৃত্ব ও মহব্বত সর্বাপেক্ষা অধিক। সুতরাং মসজিদের দিকে আবু বকর (রা) ব্যতীত আর কারও গৃহ-দ্বার উন্মুক্ত থাকবে না। -আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত।
৩. আমার প্রতি যত লোকের এহসান ছিল সমস্ত এহসানের প্রতিদানই আমি দিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আবু বকর-এর এহসানের প্রতিদান আমি দিতে পারিনি। তার বদলা প্রদান করবেন স্বয়ং আল্লাহ। - তিরমিযি।
৪. আমার উন্মতের মধ্যে আমার উম্মতের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক মেহেরবান আবু বকর । -তিরমিযি।
৫. হে আবু বকর! তুমি সওর গুহায় আমার সাথী ছিলে, হাওযে কাউসারের পাড়েও তুমি আমার সাথী থাকবে।- তিরমিযি, আবদুল্লাহ ইবনে উমর হতে বর্ণিত।

৬. যে দলের মধ্যে আবু বকর উপস্থিত থাকে, তাদের জন্য কখনই সঙ্গত নয় যে, আবু বকর ব্যতীত অন্য কেহ তাদের ইমামতি করে। -তিরমিযি, আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত।

৭. হযরত আবু বকর ও উমর বেহেশতের মধ্যে নবী-রাসূলরা ব্যতীত অন্যান্য বয়োবৃদ্ধ বেহেশতীর সর্দার হবেন। -তিরমিযি শরীফ, ইবনে মাজা।

৮. অতএব, তোমরা আমার পরে আবু বকর এবং উমরের অনুসরণ করবে। - তিরমিযি, হযরত হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত।

৯. হে আবু বকর! তুমি আল্লাহতাআলার আতীক অর্থাৎ দোযখের আগুন থেকে মুক্ত। -তিরমিযি, হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত।

খলিফাদের দৃষ্টিতে হযরত আবু বকর (রা)

১. আবু বকর (রা) মুসলমানদের মধ্যে উত্তম।'- হযরত উমর (রা)।

২. আল্লাহর শপথ! যে কোনো নেক কাজেই আমি আবু বকর (রা)-এর চেয়ে অগ্রগামী থাকতে চেয়েছি, তাতেই অকৃতকার্য হয়েছি। আর সকল নেক কাজে তিনিই অগ্রগামী থেকেছেন। -হযরত উমর (রা)।

৩. আহা! আবু বকর (রা)-এর একদিন ও একরাতের নেকী যদি আমার সারা জীবনের নেকীর সমান হতো। -হযরত উমর (রা)।

৪. নবী কারীম (সা)-এর পরে মুসলমানদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আবু বকর। -হযরত আলী (রা)।
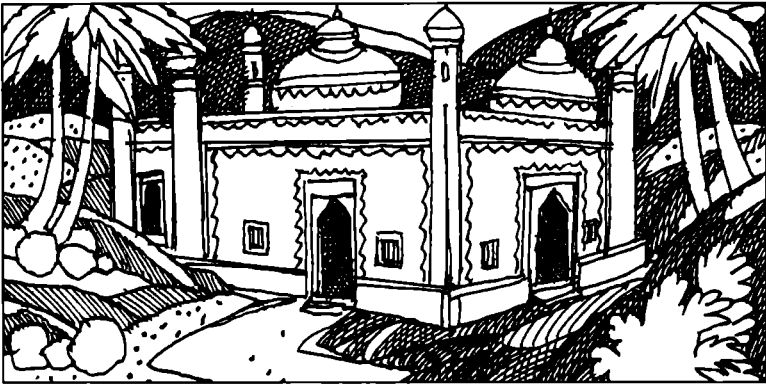
হযরত আবু বকর (রা)-এর নাম ও উপাধি

১. আবদুল্লাহ : এই নামটির অর্থ হচ্ছে দাস বা বান্দাহ। আল্লাহতাআলার গোলাম বা সৃষ্টি বুঝাতে এই নামটি ব্যবহার করা হয়েছে। আবু বকর (রা) ছেলেবেলা হতেই নির্মল চরিত্র ও পবিত্র জীবনযাত্রা মেনে চলতেন। তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। অথচ ইসলামে যেসব কাজ নিষিদ্ধ, ইসলাম গ্রহণের আগেও আবু বকর (রা) সেসব কাজ থেকে বিরত ছিলেন। তাই জীবনের সূচনা থেকেই আবু বকর (রা) আল্লাহর একজন বিশেষ বান্দাহ হিসেবে বেড়ে ওঠেন। নৈতিক পবিত্রতা, চিন্তার নির্মলতা এবং নিষ্কলুষ জীবনাদর্শের প্রতীক ছিলেন আবু বকর (রা)। তাই মহানবী (সা) তাঁকে খুব পছন্দ করতেন এবং তাঁর 'আবুল কাবা' নামটি তিনি পরিবর্তন করে দেন। আবু বকর (রা)-এর নাম 'আবদুল্লাহ' রাখেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)।

২. আল-আতীক : এই নামটির অর্থ হলো মুক্তিকামী, মুক্তকারী, স্বাধীনচেতা ও দৃঢ় প্রত্যয়। আবু বকর (রা)-এর মা সালমা তাঁর প্রিয় পুত্রকে এই নামে ডাকতেন। তার কারণ ছিল, আবু বকর (রা) জন্মের পর মৃত্যুর হাত থেকে আল্লাহর করুণায় বেঁচে গিয়েছিলেন। বলা প্রয়োজন যে, আবু বকর (রা)-এর মায়ের কোনো সন্তানই বেঁচে থাকত না। এ জন্য মা পুত্রকে 'আল-আতীক' বলে ডাকতেন। তা ছাড়া আবু বকর (রা) বাল্যকাল থেকে ছিলেন অতিশয় দয়ালু ও মানব সেবক। দুঃস্থ ও বেদনাক্লিষ্ট মানুষের ব্যথা ও

যন্ত্রণা লাঘবের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা-তদবির করতেন। অসহায় লোকের বন্ধু হিসেবে তাঁর বেশ নামডাক ছিল। তিনি বহু দাসদাসীকে পাষণ্ড মনিবের অত্যাচারের হাত থেকে আজাদ করে তাদেরকে মুক্ত জীবনের আলোতে নিয়ে এসেছিলেন। আবু বকর (রা)-এর বেদনাতুর মন আর্ত মানবতাকে সবসময় মুক্তির পথ দেখাতে সক্ষম হয়েছিল বলে তাঁর এই 'আল-আতীক' নাম পরে যথার্থই প্রমাণিত হয়েছিল।

৩. আস-সিদ্দিক : 'আস-সিদ্দিক' শব্দের অর্থ হলো নির্দ্বিধায় বিশ্বাস স্থাপনকারী। এটি হযরত আবু বকর (রা)-এর একটি উপাধি ছিল। আবু বকর (রা) ছোটবেলা থেকেই আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা)-এর পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁর চরিত্রের বড় বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি নবীজিকে একান্তভাবে বিশ্বাস করতেন। নবীজির প্রতি আবু বকর (রা)-এর আস্থা ছিল অপরিসীম। তাই আল্লাহর নবীর কাছ থেকে অহীর বাণী শুনে তিনি কোনো প্রশ্ন ছাড়াই নবীজির কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম কবুল করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর অসীম কুদরতে বিশেষ ব্যবস্থায় আকাশ ভ্রমণের মাধ্যমে 'মিরাজ' সম্পন্ন করেছিলেন। রাসূল (সা)-এর এই মিরাজের ঘটনা কেউ কেউ বিশ্বাস করতে পারছিল না। আর কাফেররা তো এটাকে আজগুবি এবং অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা) রাসূল (সা)-এর

মুখে মিরাজের ঘটনা শুনে তাৎক্ষণিকভাবে তা সত্য বলে মেনে নিলেন। কোনো সন্দেহ ছাড়াই মিরাজের মতো বিষয়টি বিশ্বাস করার কারণে মহানবী (সা) তখনই আবু বকর (রা)-এর উপাধি 'সিদ্দিক' রাখেন। তা ছাড়া হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের জন্য অপমানজনক হয়েছে বলে অনেক মুসলমানের মনে নানা প্রশ্ন এবং ক্ষোভ দানা বেঁধেছিল। এটা নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা-সমালোচনাও চলছিল। অথচ আবু বকর (রা) এই ঘটনাকে রাসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে সঠিক হয়েছে বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির ব্যাপারে মোটেও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন না, বরং তিনি সবাইকে বুঝিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করার দায়িত্ব পালন করেন এবং মুসলমানদের সন্দেহ দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ইবনে ইসাকের মতে, এ কারণেই আবু বকর (রা) 'আস-সিদ্দিক' উপাধি লাভ করেন।
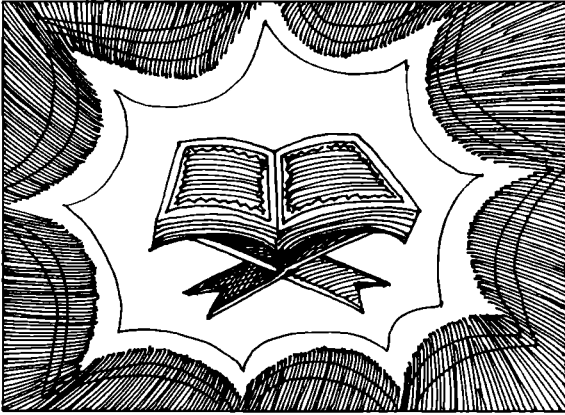
৪. আবু বকর : তিনি ছিলেন কুমারী কন্যা আয়েশা (রা)-এর জনক। আয়েশা (রা) যেহেতু নিঃসন্তান ছিলেন, সেই হতে তিনি আবু বকর নামে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি এই নামেই ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং এতে তাঁর আসল নাম ঢাকা পড়ে যায়। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা)-এর কারণেই তিনি আবু বকর (রা) নামের অধিকারী হন।